প্রথম বর্ষে সিট বণ্টনে উপাচার্যের আশ্বাসে ঢাবি আন্দোলন স্থগিত

সংবাদ : | প্রতিনিধি, ঢাবি | ঢাকা , বুধবার, ৩০ অক্টোবর ২০১৯

গণরুমে অত্যাচারের প্রতিবাদ ও শিক্ষার্থীদের সিট বরাদ্দসহ বিভিন্ন দাবিতে গতকাল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে শিক্ষার্থীদের অবস্থান -সংবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের আবাসিক হলে সিট বরাদ্দ দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এই আশ্বাসে উপাচার্যের বাসভবনের সামনের অবস্থান কর্মসূচি আপাতত স্থগিত করেছে আন্দোলনকারীরা। তবে উপাচার্যের দেয়া আশ্বাস বাস্তবায়িত না হলে আবারও আন্দোলন যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন গণরুম বন্ধের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখপাত্র ও ডাকসু সদস্য তানভীর হাসান সৈকত। গতকাল দুপুর দেড়টায় উপাচার্যের আহ্বানে তার কার্যালয়ে আলোচনায় বসেন আন্দোলনকারীরা। ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত এ সভায় উপাচার্যের পক্ষ থেকে চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের প্রশাসনের মাধ্যমে সিট নিশ্চিত করার আশ্বাস

দেয়া হয়েছে বলে জানান তানভীর। এ বিষয়ে তানভীর হাসান সৈকত বলেন, উপাচার্য স্যার আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে, প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরই তাদের হল প্রশাসনের মাধ্যমে সিট বণ্টনের ব্যবস্থা করা হবে। ১৫-২০ দিন পরেই ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে। ততদিন পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন স্থগিত থাকবে। এর মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে আমরা ফের আন্দোলনে যাব। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের মুঠোফোনে একাধিকবার কল দেয়া হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। তবে, আলোচনা সভায় উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর আবদুর রহিম বলেন, উপাচার্য স্যার শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো মেনে নিয়েছেন এবং বলেছেন, ‘আমরা কাজ শুরু করেছি। ধীরে ধীরে সমস্যার সমাধান করা হবে। প্রথম বর্ষের সবাইকে সিট দেয়া সম্ভব না। তবে, যাদের সিট দেয়া হবে প্রশাসনিকভাবেই দেয়া হবে।’

এর আগে বিভিন্ন আবাসিক হলের আবাসন সংকট সমাধানে দৃশ্যমান কোন পদক্ষেপ না নেয়ায় গতকাল সকালে ডাকসু সদস্য তানভীর হাসান সৈকতের নেতৃত্বে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেয় গণরুমের শিক্ষার্থীরা। সকাল ১০টায় গণরুমের শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে জড়ো হন। এক পর্যায়ে উপাচার্যের বাসার ভেতরে প্রবেশ করতে গেলে শিক্ষার্থীদের বাধা দেয় নিরাপত্তা বাহিনী ও

প্রক্টারয়াল টিমের সদস্যরা। এ সময় তারা কাঁথা, তোষক, বালিশ, কম্বল নিয়ে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন। এ সময় তানভীর হাসান সৈকত বলেন, উপাচার্য আমাদের সর্বোচ্চ অভিভাবক। গণরুমের বঞ্চনা সহ্য করতে না পেরে আমরা উপাচার্যের বাসায় ওঠতে এসেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ অভিভাবক হিসেবে উপাচার্য আমাদের সঙ্গে অভিভাবকসুলভ আচরণ করেননি। তাই বাধ্য হয়ে তার বাসভবনের সামনেই অবস্থান নিয়েছি। গণরুম সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের কোন সদিচ্ছা নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, সন্তান ঘুমাতে পারবে না কিন্তু অভিভাবক প্রাসাদে ঘুমাবে আমরা সেটা জানতে চাই। তিনি আমাদের পড়ালেখার পরিবেশ তৈরি করে দিক।

এর আগে বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে ডাকসু সদস্য তানভীর হাসান সৈকত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণরুম সমস্যা সমাধানে দৃশ্যমান অগ্রগতি না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের নিয়ে উপাচার্যের বাসভবনে ওঠার ঘোষণা দেন। এমন পরিস্থিতিতে গত রোববার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হলের গণরুম পরিদর্শনে যান উপাচার্য অধ্যাপক আখতারুজ্জামান। তবে পূর্বঘোষিত কর্মসূচিতে অনড় থাকেন তানভীর হাসান সৈকত।